ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির মাদকবিরোধী র্যালি

মাদকমুক্ত সমাজ গঠন এবং যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষার প্রত্যয়ে ঝিনাইদহে মাদকবিরোধী র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৪ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে র্যালিটি বের করা হয়।

ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আয়োজনে র্যালিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ব্যানার ও সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশ নেন।

র্যালির মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণ প্রজন্মকে মাদকাসক্তির ঝুঁকি থেকে দূরে রাখার আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় মাদক নির্মূলে পরিবার, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সব মহলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক আন্দোলন জোরদারের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সহসভাপতি আব্দুস সবুর ও আনোয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল বাসার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফখরুদ্দিন মুন্না, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক ইমন আহমেদ, অর্থ সম্পাদক মোসলেম উদ্দিন, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক ফারুক আহমেদ, প্রচার সম্পাদক সোহরাব হোসেন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আল মিরাজ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী হারুনুর রশিদ প্লাবনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে হেরোইন সেবনের দায়ে দুইজনের ৬ মাসের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী মোবাইল কোর্টের অভিযানে হেরোইন সেবনের দায়ে দুইজনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) মেহেরপুর সদর থানার গুচ্ছগ্রাম এলাকার রেনুকার লিচুবাগানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুরের মিয়াপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে মো. মিকাইল ইসলাম (৩১) এবং রামদাসপুর এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. হুসাইন (২০)।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার শাকির আহম্মেদের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় এ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে এক গ্রাম গলিত হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাদকদ্রব্য সেবনের দায়ে আটক দুজনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

অভিযানে মামলার বাদী হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেল আহমেদ ও উপপরিদর্শক মো. রহমত আলী দায়িত্ব পালন করেন।

ঝিনাইদহে মাদক প্রতিরোধ ও মাদক বিরোধী মানববন্ধন

মাদক প্রতিরোধ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে মাদকবিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জেলা সিটিজেন ফোরাম ও মাদক প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠন দুটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সিটিজেন ফোরামের সমন্বয়ক ফজলুর রহমান খুররমের সভাপতিত্বে মাদক প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান বাবুল, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. সামছুল ইসলাম, সিটিজেন ফোরামের সদস্য আব্দুস সালাম, শাহানুর আলম, লাকি খাতুন, মনিরুজ্জামান মানিক, আসাদুজ্জামান আসাদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচীতে বক্তারা, যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে মাদক বিক্রেতা ও সেবনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সেই সাথে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নির্ভর না করে পরিবার, সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী ও বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১১

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মাদকবিরোধী ও ওয়ারেন্টভুক্ত বিশেষ অভিযানে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পৃথক এসব অভিযানে ট্যাপেন্টাডল, ইয়াবা, গাঁজা, গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম ও দুটি চোরাই ছাগল উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মাদকসেবন, মাদক বহন, চোরাই ছাগলসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও পুরোনো মামলার আসামি রয়েছেন।

গত বুধবার ও গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—আলমডাঙ্গার আনন্দধাম এলাকার হৃদয়

ছেলে সাব্বির হোসেন ওরফে আকাশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে দুই পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে, আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত বেলগাছি গ্রামের আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী ওল্টু এবং পুরোনো মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার মাছুম বিল্লাহ ওরফে আকাশ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদক ও অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান আছে। যেখানেই মাদক বা অপরাধের খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারী ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ আরও কঠোরভাবে কাজ করবে।”

আলমডাঙ্গায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ দুইজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার ও সোমবার গভীর রাতে উপজেলার পারকুলা আবাসন ও গোবিন্দপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নতুন সুতাইল মাঝেরপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রনক ইসলাম (৩৫) এবং আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর মসজিদপাড়া গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে খায়রুল ইসলাম (৪৭)।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার এসআই কাজী শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পারকুলা আবাসন গ্রামের আবাসন বটতলা মোড়ে অভিযান

চালায়। এ সময় রনক ইসলামকে ৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপরদিকে, সোমবার রাতে এসআই (নিঃ) মো. মনিরুল হক হাওলাদারের নেতৃত্বে পুলিশের আরেকটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দপুর এলাকায় অভিযান চালায়। খায়রুল ইসলামের বসতবাড়ির উঠান থেকে তাকে ৩০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে, দুই অভিযানে উদ্ধার করা ৩৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজনকে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য সামারি ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। পৃথক অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদক নির্মূলে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

মেহেরপুরের রাজনগরে মাদকবিরোধী সচেতনতা সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে মাদকবিরোধী সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে রাজনগর ১ নম্বর ওয়ার্ডবাসীর উদ্যোগে মোল্লাপাড়ায় এ সভার আয়োজন করা হয়।

প্রবীণ বিএনপি নেতা জমির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ. বাকী বিল্লাহ, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক

লিয়াকত আলী, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু।

বক্তারা বলেন, মাদক শুধু একজন ব্যক্তির জীবনই ধ্বংস করে না, এর নেতিবাচক প্রভাব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপরও পড়ে। মাদকের বিস্তার রোধে পরিবার থেকেই সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ জোরদার করতে হবে।

এ সময় মাদক নির্মূলে পরিবার, সমাজ, জনপ্রতিনিধি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা। একই সঙ্গে তরুণ ও যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদারের আহ্বান জানানো হয়।
সভায় রাজনগর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী পৃথক অভিযানে গ্রেপ্তার ৮

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী পৃথক অভিযানে মাদক মামলার আসামিসহ মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. আলমগীর হোসেন সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। রাত ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা পৌরসভাধীন আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের পুরোনো গোডাউনের পূর্ব পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে কামালপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে মো. রবিউল (৩১) এবং স্টেশনপাড়া এলাকা থেকে কামালপুর গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে মো. হাফিজুর রহমানকে (২৬) টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপর অভিযানে এসআই (নিঃ) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা (আবাসন) গ্রামের আবাসন বটতলা মোড় থেকে মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে

মো. নাজমুল মালিতা (৩২)কে টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করেন।

অন্য এক বিশেষ অভিযানে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শোভন কুমার কুণ্ডু সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার আসামি হারদী গ্রামের জসিম মণ্ডলের ছেলে মো. খোকন আলীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেন। পরে তাঁকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

এছাড়া আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) আলমগীর কবীর সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে জিআর মামলার আসামি আসাননগরের নাছির উদ্দিনের ছেলে মানিক ইসলামকে গ্রেপ্তার করেন।

একই অভিযানে দর্শনা থানার আকুন্দবাড়িয়া গ্রামের নজর আলীর ছেলে রাশেদুল ইসলামকে (২৬) আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) ফিরোজ আলী সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামি ঘোষবিলা গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে মোল্যা ফাহাদ তানভিরকে (২৪) গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন।

এছাড়া নগরবোয়ালিয়া গ্রামের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি মৃত আজিবার রহমানের ছেলে মো. জানিককেও গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

উল্লেখ্য, রবিউল (৩১), মো. হাফিজুর রহমান (২৬) ও মো. নাজমুল মালিতা (৩২)-কে সামারি ট্রায়াল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে

র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ

“মাদককে না বলুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন” এই প্রত্যয়ে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৬ উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা এবং রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ জুন) সকাল ১০টায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে দিবসটি পালন করা হয়। কর্মসূচির শুরুতে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসলাম হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুবউদ্দিন আহমেদ, সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলম এবং ফায়ার সার্ভিস ও ফেরার পরিচালক ইকবাল হোসেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান বলেন, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে প্রশাসনের পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তরুণদের সুস্থ বিনোদন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করলে মাদক থেকে তাদের দূরে রাখা সহজ হবে।

তিনি আরও বলেন, মাদকাসক্তি বর্তমানে সমাজের অন্যতম বড় সমস্যা। মাদক শুধু একজন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিই করে না, এটি একটি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্যও মারাত্মক হুমকি। মাদকের বিস্তারের ফলে অপরাধ, পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি বাড়ছে। তাই মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ

পাচার রোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন বলেন, “মাদক শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, একটি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্যও বড় হুমকি। মাদকের অপব্যবহার আমাদের তরুণ সমাজের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয় এবং অপরাধ, সহিংসতা ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তোলে। তাই মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের তরুণদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে, যাতে তারা মাদকের কুফল থেকে দূরে থাকে। প্রত্যেক অভিভাবককেও সন্তানদের প্রতি আরও যত্নশীল ও সচেতন হতে হবে।”

অনুষ্ঠান শেষে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসলাম হোসেন জানান, মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অবৈধ মাদক ব্যবসা ও সেবনের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে। একটি নিরাপদ, সুস্থ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঝিনাইদহে কাবাডি ও ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কাবাডি ও ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার দিনব্যাপী বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকালে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহফুজ আফজাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শেখ মোহাম্মদ হাসেম আলীসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। এতে ঝিনাইদহ জেলার ছয়টি উপজেলার কাবাডি ও ভলিবল দল অংশগ্রহণ করে। দিনভর চলা খেলায় খেলোয়াড়দের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারফরম্যান্স দর্শকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ এসব খেলা উপভোগ করতে স্টেডিয়ামে ভিড় করেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। দুপুরের পর অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলা। কাবাডির ফাইনালে সদর উপজেলা ও হরিণাকুন্ডু উপজেলা মুখোমুখি হয়। জমজমাট ও উত্তেজনাকর ম্যাচে ২৪-১৪ পয়েন্টে হরিণাকুন্ডু উপজেলাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে সদর উপজেলা কাবাডি দল।

অপরদিকে ২৫-১১ পয়েন্টে ভলিবলে সদর উপজেলাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় হরিণাকুন্ডু উপজেলা। খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। এ সময় আয়োজকরা ভবিষ্যতেও মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের ক্রীড়া আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দর্শনায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পৃথক তিনটি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজা ও ইয়াবাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন আজমপুর গ্রামের আলম হোসেনের স্ত্রী রেহেনা বেগম (৩৮), যার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৩ কেজি গাঁজা; দক্ষিণ চাঁদপুর হল্ট স্টেশন পাড়ার লিয়াকত আলীর ছেলে ইস্রাফিল হোসেন (৪৫), যার কাছ থেকে পাওয়া যায় ৩০০ পিস ইয়াবা; এবং কেরুজ মিলপাড়ার আতর আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম চঞ্চল (৩৮), যিনি ছিলেন ২৫ পিস ইয়াবাসহ।

গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে মাদকসহ গ্রেপ্তার করেন।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা রুজু করে আজ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়েছে।